কবিতা বিতান

BANGLADARSHAN.COM

সুশান্ত কুমার

অন্তরের ব্যথা

মাগো আমার মা জননী গর্ভধারিনী,
তোমার মত জননী পাবো জন্মেও ভাবিনী।
জন্ম দিয়ে করলে মানুষ বক্ষে জড়ায়ে ধরে
এত বড় করলে আমায় তোমার রক্ত দিয়ে।
আজকে মাগো আমায় ছেড়ে গেছো স্বর্গধামে
ভুলিনি মাগো তোমার কথা জগৎ সংসারে।
তুমি ছিলে মাগো আমার মা অন্তপ্রাণ,
আমি মাগো আজকে একা তুমি স্বর্গধাম।
তুমি মাগো এসো ফিরে আমার পাশটিতে
ভুলে যাবো সকল ব্যথা তোমায় কাছে পেয়ে।
তুমি ছাড়া মাগো আমার সকল দিকই ফাঁকা
তোমার কথা মনে পড়লে বুকে লাগে ব্যথা॥

BANGLADARSHAN.COM

মহামানবের মিলন তীর্থ

মহামানবের মিলন তীর্থ
মোদের ভারত ভূমি,
সকল দেশের সেরা এদেশ
আমার জন্মভূমি।
সকল দেশের সকল জাতি
রয়েছে মোদের দেশে
মহামিলনের মিলন তীর্থ
বলে সর্ব লোকে।
সকল জাতি মিলেমিশে
হয়েছে একাকার
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো আর।
সকল জাতি সকল ভাষা
রয়েছে পাশাপাশি
হিন্দু মোদের রিলিজিয়ন
আমরা ভারতবাসী
ভারতবর্ষ মোদের দেশ
আমরা ভারতীয়
কৃষ্টি কালচারে ভারত
সবার কাছে প্রিয়।
সভ্যতার একটাই নাম
ভারত ভারত ভারত
সংস্কৃতির একটাই নাম
শ্রেষ্ঠ মহা ভারত
বিশ্ব জগৎ তাকিয়ে আছে
মোদের দেশের দিকে
সংস্কৃতির একটু ছোঁয়া
গায়ে মেখে নিতে।

BANGLADARSHAN.COM

মহামানবের সাগর তীর্থ
গঙ্গা সাগর নাম
মহা মিলনের মহা ভারত
রামায়ণের রাম।
ধন্য মোরা ভারতবাসী
শ্রেষ্ঠ মোদের ধর্ম
হিন্দু মোদের রিলিজিয়ন
ধন্য ভারত ধন্য॥

BANGLADARSHAN.COM

বন্দি টিয়া

বন্দি আছি খাঁচায় আমি
ছটফটিয়ে মরি,
কেমন করে সারাটা জীবন
খাঁচার মাঝে থাকি?
দুঃখ আমার কেউ বোঝেনা
কোথায় আমার ব্যথা,
ভালোবাসা কেউ দেয় না
শোনে না আমার কথা।
একটা কথাও কেউ বলে না
রয়েছি খাঁচায় পড়ে
খাঁচার মধ্যে বন্দি করে
রেখেছো আমায় ধরে।
জীবন আমার ওষ্ঠাগত
বসে বসে খাই
ডানা দুটোয় ভীষণ ব্যথা
উড়তে নাহি পাই।
দাও না তুমি মালিক আমার
লৌহ কপাট খুলে
মনের সুখে ঐ আকাশে
যাই যে মালিক উড়ে।
আকাশ আমার ভালোবাসা
বৃক্ষ আমার প্রাণ।
নারকেল গাছের ছোট্ট কোটর
আমার সম্মান।

BANGLADARSHAN.COM

পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি

আর ঘুমাস না ওঠরে খোকা
অনেক বেলা হল,
পড়তে যাবার হয়েছে সময়
সাতটা বেজে গেল।
রামু, ভুলু, নিমাই, গাদই
রয়েছে এসে বসে
পাশ বালিশে পাটি তুলে
নাক ডাকছিস কসে।
কেমনতর ছেলেরে তুই
বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই
মাসটি গেলেই মাস মাইনে
বলবি এবার চাই।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
করছে বাবা লড়াই
লেখা পড়া শিকেয় তুলে
করছিস পড়া কামাই।
সবাই এসে সবকিছুতে
ভাগ বসিয়ে যাবে
লেখাপড়া করলে খোকা
তোর কাছেতেই রবে।
আর ঘুমাস না ওঠরে খোকা
অনেক বেলা হল,
পড়তে যাবার হয়েছে সময়
সাতটা বেজে গেল॥

BANGLADARSHAN.COM

ছিন্নপত্র

চলে যদি যেতে হয়
নিয়ে যাবো কি,
জন্মের সাথে কিছু
নিয়ে আসিনি।
চলে যাবো পড়ে রবে
দেহটা আমার
সাধের এ দেহখানা
সাথে যাবে না যে আর।
ঘর বাড়ী সংসার
রয়েছে পাশে
সোনা দানা সম্পদ
রয়েছে কাছে
তিল তিল করে গাঁটে
কড়ি বেঁধেছি
সংসার সম্পদ
মোর ভেবেছি।
বুঝি নাই প্রকৃতির
মায়ার বাঁধন
আষ্টে পিষ্টে কেন
বেঁধেছে গো মন।
ভাবিয়েছ ভাবনায়
অমর জীবন
তোমারি মায়ার খেলায়
মাতিয়েছ মন।
বৃদ্ধ হয়ে গেছি
বুঝে গেছি সব
সব কিছু তোমরাই প্রভু
বেশ বৈভব।

BANGLADARSHAN.COM

মন যাবে তোমার কাছে
দেহ রবে পড়ে
সাধের এ দেহখানা
পুড়ে ছাই হবে।
পাঠিয়ে ছিলে আদুল গায়ে
সব নেবে কেড়ে
একটি কৌপিন বস্ত্র দেহে
সাথে নাহি রবে॥

BANGLADARSHAN.COM

নবান্ন

হাওয়ায় দোলায় দুলছে আজি
মাঠের সোনার ধান,
ঢেউ লেগেছে সোনার ধানে
গাইছে পাখি গান।
সোনার ধানে সোনার ফসল
নাচছে হেলে দুলে,
স্বর্গ হতে লক্ষ্মী যেন
দিয়েছে ঝাঁপি খুলে।
চাষীর মুখের সোনালি হাসি
মুক্ত হয়ে ঝড়ে
সোনার ধানে চাষীর গোলা
যাবেই যাবে ভরে।
সোনার ফসল আনছে চাষী
ঝাঁকা ঝোলা ভরে
চাষীর ঘরে সোনার হাসি
পড়ছে যেন ঝরে।
অঘ্রাণেরই আকাশ বাতাস
গাইছে বাউল গান
নবান্নেরই উৎসবে আজ
লাগল এসে বান।
শঙ্খ বাজে কাঁসর বাজে
উলুধ্বনি দিয়ে
নূতন খাওয়া নূতন পরা
হচ্ছে চাষীর ঘরে
মা এসেছে চাষীর ঘরে
গোলা গেছে ভরে
থাকবে সবাই সারা বছর
সুখ শান্তি নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মী পূজোয় মাতল আজি
সকল দেশের গ্রাম
সকল গ্রামে চলছে আজি
চলছে ধুম ধাম।
মা এসেছে মোদের ঘরে
সোনার ঝাঁপি নিয়ে
আরাধনায় ব্যস্ত সবাই
পূজার অর্ঘ্য নিয়ে
দাওগো মাগো চরণ তোমার
দাওগো চাষীর হাতে
সারা জীবন তোমার চরণ
চাষী রাখবে ধরে বুকে॥

BANGLADARSHAN.COM

তারুণ্যের বিবেক

জাগ্রত কর হে তরুণ সমাজ
তোমাদের বিবেকের বীজটাকে
মহিরুহ হয়ে উঠুক সুপ্ত আঁধারে
তোমাদের হৃদয়ের অন্তরে বাহিরে
তোমাদের হাতে গড়ে উঠুক আজ
নূতন দেশ জাতি ভাষা ও আশা
স্বপ্ন দেখাও তোমরা মোদের
তোমরাই মোদের একান্ত ভরসা।
সমগ্র বিশ্ব রয়েছে তাকিয়ে
তোমাদের মুখের দিকে
জানি তোমরাই পারবে দুর করতে
আমাদের রাখবে একটু সুখে।
ভেঙে পড়েছে আজ বিশ্ব জগৎ
কালিমায় ভরে গেছে সারা দেশ
জাগ্রত কর তোমাদের বিবেক ওগো
ঘুচাও যত দৈন্য আর ক্লেশ।
রাহাজানি খুনখুনি ধর্ষণ লুটপাট
আজ প্রতিটা দিনের সকালের খবর
ওগো তরুণ সমাজ তোমরাই দাও তোমাদের হাতে
সমগ্র বিশ্বের পাপের কবর।
ভাই হয়ে পারি না হাঁটতে
বোনের হাতটা ধরে
পিতা হয়ে ভাবি কন্যার জীবন
রক্ষা করব কেমন করে?
প্রতিবাদ করি খুন হয়ে যাই
ধুলায় লুটিয়ে পড়ে দেহ
দূর হতে তারা দাঁড়িয়ে শুধু দেখে
বাঁচাতে আসে না পাশে কেহ

BANGLADARSHAN.COM

জাগ্রত কর ওগো তরুণ সমাজ
তোমাদের বিবেকের বীজটাকে
রক্ষা কর তোমাদের হাতে আমাদের
মান সম্মান আর রক্ষা কবজটাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তির স্বাদ

মুক্ত করো বাঁধন খোল
হাতের পায়ের বেড়ী,
স্বাধীন দেশের মানুষ আমি
লজ্জা তোমাদেরই।
স্বাধীন ভারতবর্ষ মোদের
স্বাধীন মোদের দেশ
তবুও কেন আজ আমাদের
পরাধীনতার ক্লেশ?
যাদের হাতে এসেছিল
দেশের স্বাধীনতা
তারাই মোদের দিয়ে গেছে
প্রতিবাদের ভাষা।
স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়াই
১৫ই আগষ্ট প্রাতে
কুচকা আওয়াজে স্যালুট জানাই
শ্রেষ্ঠ ভারত মাকে।
সবই যেন স্বাধীনতার
ভেক ধারী আজ মুখ
স্বাধীন ভারত মা আজও
পায়নি স্বাধীন সুখ।
ইংরেজরা দেশ ছেড়েছে
বিভেদ করে গেছে
অত্যাচারের বীজ মন্ত্র
কানে জপে গেছে।
স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে যারা
দেশের কর্ণধার
আজকে তারাই ভারতবাসীর
মুখ্য মির্জাফর।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ হবে ধ্বংস হবে
স্বাধীনতার ভাষা
ধুয়ে মুছে বিলীন হবে
প্রতিবাদের ভাষা।
ফিরিয়ে দাও স্বাধীনতা
শিকল খুলে দাও
পরাধীনতার গ্লানি মুছে
মুক্ত জীবন দাও॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি তাহাদের কবি

আমি কবি যত কামারের
কুমোরের আর ছুতোরের
আমি কবি নিপীড়িত নিস্পেষিত
দলিত মনুষ্য সমাজের।
আমি লিখি তাহাদের কথা
যারা অনাহারে পড়ে থাকে
আমি রচনা করি তাহাদের ভাষা
যারা চাবুকের আঘাত সহ্য করে।
গরীবের আর্তনাদ বুকফাটা যন্ত্রণা
পেষাই করে আমাদের মনটাকে
হৃদয়ের পিঞ্জরে ওঠা বেদনার ভাষা
ভারাক্রান্ত করে আমার দেহটাকে।
মনের ভিতরে থাকা চেপে রাখা ভাষা
কথা কয় তাদের চোখে মুখে
ইচ্ছে অনিচ্ছে চাওয়া পাওয়ার কথা
মনের আনন্দে বলতে পারে না সুখে।
আমি তাদেরই কথা কই
তাদেরই অন্তরের আত্মীয় হয়ে
আমি তাদেরই ভাষা কই
আমার মনের ভাষা দিয়ে।
যাদের মাথা ঝরা ঘামে গভীর নিশ্বাসে
তোমাদের ইমারত গড়া
মলিন বস্ত্রে পাশে এসে দাঁড়ালে
তোমরাই বল একটু দূরে সরে দাঁড়া।
ছোঁয়া লেগে যাবে দাগ লেগে যাবে
তোমাদের নূতন জামা কাপড়ে
তাদেরই হাতের ছোঁয়া রয়ে গেছে দেখ
তোমাদের দরজা জানালা আর ঘরের দেওয়ালে।

BANGLADARSHAN.COM

তাদেরই হাতের ছোঁয়ার সোনার ফসল
ফলছে মাঠে ঘাটে ক্ষেত খামারে
তাদের হাতের ছোঁয়া ঢুকে পড়েছে প্রতিদিন
তোমাদের কিচেনে রান্না ঘরে।
আমি তাদেরই কথা লিখি
যাদের জীবন বেদনাময়
আমি তাদেরই পাশে থাকি
যারা মানুষের পাশে থাকে দুঃসময়।
জাগো ভারতবাসী খুলে দাও লৌহ কপাট
দুচোখে দেখবে দাঁড়িয়ে অবাক নয়নে
কাহাদের হাত ধরে এসে পড়েছে উঠানে
এক রাশ চাঁদের হাট।

BANGLADARSHAN.COM

রবি ঠাকুর

নবেল জয়ী রবিঠাকুর
মোদের কবি তুমি
তোমার কাব্যগ্রন্থে ভারত
ধন্য ভারতভূমি।
পদ্য গদ্য গীতাঞ্জলির
তীর্থ সাগর ভূমি
সব তীর্থের এক তীর্থ
তোমার রচনাবলী।
ভারত স্বাধীনতায় তুমি
উজ্জীবিত প্রাণ
উৎসাহিত করতে তুমি
গেয়ে ছিলে গান।
তোমার লেখা রবীন্দ্রগীতি
প্রাণে জোয়ার আনে
তোমার গানের ঝর্ণাধারায়
আকাশ কুসুম ঝরে।
সেতার যখন বেজে ওঠে
তোমার গানের সুরে
ছলাক ছলাক জলতরঙ্গ
প্রাণে জোয়ার আনে।
পুরানো সেই দিনের কথা
হারমোনিতে বাজে
মিষ্টি খুকু শাড়ি পরে
নরম পায়ে নাচে।
আজকে এই প্রভাত প্রাতে
সব জায়গায় তুমি
তোমার পায়ের চরণধুলি
মাথার পরে রাখি।

BANGLADARSHAN.COM

হীরে মানিক মানিক্যতে
তোমার লেখা নাম
বিশ্বজুড়ে তোমার খ্যাতি
মোদের সম্মান।
২৫শে বৈশাখ জন্ম তোমার
আমাদেরই ঘরে
সূর্য হয়ে এসো ফিরে
অনেক আলো নিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

হিড়ি বিড়ং তিড়িং মামা

হিড়িং বিড়িং তিড়িং মামা
গায়ে তার লাল জামা
কোঁচা ধরে চশমা পরে
যায় না তাকে মোটেই চেনা।
মোচার খুলি জুতো পরে
যাচ্ছে হেঁটে পদব্রজে
মচ্‌মচানি জুতোর আওয়াজ
যাচ্ছে ভেসে হাওয়ার শ্রোতে।
হিড়িং বিড়িং তিড়িং মামা
মুখের হাসি নিমকি পানা
ফোকলা দাঁতে হাসলে পরে
দেখতে লাগে পরটা পানা।

BANGLADARSHAN.COM

তোমরাই ভগবান

আমি ঠকাইনি কাউকে
কখনো কোন দিন
আমি প্রলভোন দেখাইনি
কখনো কাউকে কোন দিন
আমি সাধারণ খুবই সাধারণ
সততাই আমার শ্রেষ্ঠ মূলধন।
আমি একটিও চড় কষাইনি
কাউকে কখনো কোনোদিন
বিবাদের সাথে সাথী হইনি
একটিও বারের তরে
ঘৃণা করেছি আমি ঘৃণ্য কর্মে
আমার চিন্তা ভরসা সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে।
আমি মানুষ রক্ত মাংসে গড়া
হৃদয়টা আমার নরম সোনার থালা
আমার মুখের অন্নদিই তুলে
অনাহারে পড়ে থাকা
জীর্ণ শীর্ণ মানুষের মুখে
আমি যে ভগবানের দাস
দাসত্বের কর্ম করি তারই বিচারে
ঈশ্বরের দানে এসেছি
এই সুন্দর ভুবনে
আনন্দ পাই গোপনে
ঈশ্বরের আরাধ্য সাধনে
তোমরাই যে আমার ভগবান
আমার সততার শ্রেষ্ঠ বিচারে।
আমি ছিন্ন আমি ভিন্ন
কাটাকুটি করি আমি মনটাকে
অপরকে যন্ত্রণা দেওয়ার আগে

BANGLADARSHAN.COM

যন্ত্রণা দিই আমি নিজে নিজেকে।
গরীবের যন্ত্রণা বুকফাটা আর্তনাদ
করুণ মলিন চোখের জল
নাড়া দেয় নাড়া দেয় আমাকে
ঈশ্বর গোপনে বলে
দুটো হাত দিয়েছি তোরে
রাখ নারে হতভাগা গরীবের মাথার উপরে॥

BANGLADARSHAN.COM

অসির থেকে মসি

অসির থেকে মসি বড়
সবই জানি সবাই
অসি বলে শ্রেষ্ঠ আমি
মসি আমার ভাই।
অসি বলে আমার ধারে
কচুকাটা করি
ধার ধারি না কাউকে আমি
নির্ভয়েতে মারি।
পাপ পুণ্যের বিচার আমি
করি নিজের হাতে
জ্যান্ত কবর খুড়েই ছাড়ি
আমার কঠোর হাতে
অসির কথা শুনে মসি
মুচকে মুচকে হাসে
মসি দিয়েই করবো বিচার
পড়বি বেজায় ফাঁসে।
বিচার হবে আমার হাতে
বুঝবি ঠেলা ভাই
তুই বড় না আমি বড়
বুঝবি বড় ভাই।
বিচার হবে রায় বেরুবে
আমার কলম দিয়ে
আমার কথা পড়বে মনে
জেলের ঘাঁনি টেনে।
ছোট ভাইয়ের কথা শুনে
অসি ছেড়ে দে
নেংরা হাতে আমার কলম
মসি তুলে নে।

BANGLADARSHAN.COM

পূর্ণ্যত্ব লাভ করবি
স্বর্গলোকে যাবি
স্বর্গ লোকের সোফায় বসে
সুবাস বিলোবি॥

BANGLADARSHAN.COM

খেয়া মাঝি

এপার ওপার দুই পাড়েরই
আমি একজনা
কোন পারেতে থাকবো আমি
কিছুই জানি না।
মাঝদরিয়ায় ভাসছি আমি
ভরা সাগর জল
জীবন তরী নোঙ্গর ফেলে
সুধুই যে টলমল।
ভরা সাগর মাঝেআমি
দুলছি হেলে দুলে
যাবো আমি কোন পারেতে
ভাবছি যে পাল তুলে।
দমকা হাওয়া আসবে কখন
লাগবে আমার পালে
যাবো আমি কোন দেশেতে
কোন সীমানার কূলে?
কোথায় তরী ভিড়বে আমার
কোন সে বালুর চর
কোথায় আমি পাবো খুঁজে
আমার কুঁড়ে ঘর?
আমার জীবন সোনার তরী
ভাসছে অথই জলে
কোন পারেতে যাবো আমি
দাওমা তুমি বলে।
নিয়ে চলো আমায় তুমি
বৈঠা ধরো চেপে
বয়স আমার অনেক হল
হাত দুখানি কাঁপে।

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্টি আমার আবছা হয়ে
আসছে চোখে নেমে
শেষ জীবনে দাওগো মাগো
ছোট্ট আমায় কুঁড়ে।
এপার ওপার দুই পাড়েরই
আমি একজনা
কোন পাড়েতে থাকবো আমি
কিছুই জানি না॥

BANGLADARSHAN.COM

বসন্তের উৎসব

দুরের মানুষ আসবে কাছে
গালে দেবো রং
সাজিয়ে দেবো সেজে নেবো
অচেনারই সং।
বসন্তেরই উৎসবে আজ
রাঙলো সবার মন
সবার মনে জেগেছে আজি
রং-বে-রং-এর ঢেউ।
আয়রে সবাই আয়রে ছুটে
গা ভাসিয়ে দিই
হোলির রং-এ রঙিন হয়ে
স্বপ্নটাকে ছুই।

BANGLADARSHAN.COM

পাপের গেরো

তোমার ধরায় পাপের বোঝা
যাচ্ছে রোজই বেড়ে
কেমন করে রয়েছো বসে
হাতের লাগাম ছেড়ে।
চোখ দুখানি বুজে আছো
কর্ণে দিয়ে তালা
তোমার জগৎ পাপের বোঝায়
হচ্ছে ঝালা ফালা।
অন্ধ হয়ে থাকবে তুমি
আর কটা দিন বসে
আলোর জগৎ আঁধার হবে
দেখবে বসে বসে।
ভাব ভঙ্গি এমন তর
কিছুই করার নাই
মুখে কুলুপ এঁটে তুমি
বসে আছো তাই।
ভাবছো তুমি মনে মনে
হয়েছে বেশ ভালো
পাপের জগৎ আসুক নেমে
আলোর জগৎ কালো।
কি এসে যায় তোমার প্রভু
ক্ষতি কিছুই নাই
পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে
আমরা ডুবে যাই।
হাবু ডুবু খাবো সবাই
থাকবে তুমি বসে
ধৃতরাষ্ট্রের দশা হবে
দেখবে অবশেষে।

BANGLADARSHAN.COM

পার পাবে না তুমিও প্রভু
চোখ দুখানি খোল
আঁধার জগৎ ধ্বংশ করে
আলোর জগৎ আনো।
পূর্ণ কর তোমার ভুবন
তোমার দৃষ্টি দিয়ে
রয়েছি মোরা সবাই বসে
একটি আসা নিয়ে।
মোদের আশা ভালোবাসা
অন্ধ বিশ্বাস
সকল পাপের বিনাশ করে
জাগাও আশ্বাস॥

BANGLADARSHAN.COM

রাতের আকাশ

আকাশ ভরা আলোর খেলা
চন্দ্র ধ্রুব তারা
সারা আকাশ জুড়ে যেন
বসেছে আলোর মেলা।
চাঁদ হাসছে খিল খিলিয়ে
মুচকে হাসে তারা
সবার আলো পড়ছে ঝরে
আলোর ঝরণা ধারা।
পূর্ণিমারই রাতের আকাশ
করছে ঝিকিমিকি
দিনের আলো ভেবে পাখি
করছে কিচিমিচি।
আকাশ ভরা ফুল ফুটেছে
বলছে প্রজাপতি
ভ্রমর বলে চলনা উড়ে
মধু খেয়ে আসি॥

BANGLADARSHAN.COM

আকাশের পরী

হাসছে আকাশ হাসছে বাতাস
উড়ছে পাখির দল
পাখির ডানায় রোদের কিরণ
করছে যে ঝলমল।
উড়ছে পাখি ডানা মেলে
ভাসছে আকাশ জুড়ে
সূর্য্যিমামা দিচ্ছে উঁকি
মেঘের ভিতর দিয়ে।
আকাশ জুড়ে পাখির খেলা
প্লেনের আনাগোনা
হেলিকপ্টার যাচ্ছে উড়ে
ঘুরছে বড় ডানা।
রাজপুত্র যাচ্ছে উড়ে
পক্ষিরাজে করে
মেঘের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে
হরধনু নিয়ে।
রামের ধনু রাঙিয়ে আকাশ
মেঘের বুকে ভাসে
ডানা মেলে উড়ছে পরী
শূন্যে মহাকাশে॥

BANGLADARSHAN.COM

রসিক কৃষ্ণ গোপাল

নদীয়ার রাজা ছিলেন
কৃষ্ণচন্দ্র নাম
গাল গল্পে তাহার ছিল
জগৎজোড়া নাম।
হাসি খুশি মানুষ ছিলেন
আমোদ প্রেমি জন
সুখ ছিল শান্তি ছিল
ছিল বড় মন।
রসিকতায় যেমন ছিলেন
গল্পে চমৎকার
গল্প রসিক মানুষ এমন
কেউ ছিল না আর।
তিনি ছিলেন ‘নদীয়া’ জেলার
অনেক বড় রাজা
এমন রাজার পাশে ছিলো
হাজার হাজার প্রজা।
সকল প্রজার সুখ-দুঃখে
ছুটে যেতেন কাছে
সকল প্রজার ব্যথা বেদনা
নিতেন তুলে কাঁধে।
অনাহারে অন্ন দিতেন
তৃষ্ণার্থে জল
গল্প রসিক কৃষ্ণচন্দ্র
দিতেন সাহস বল
গল্প রসিক কৃষ্ণচন্দ্রের
ছিল নানা পরিষদ
গোপাল ভাঁড় ছিল রাজার
একমাত্র সভাসদ।

BANGLADARSHAN.COM

দুজনার মধ্যে ছিল
খুনসুটি আর চাটুলতা
এমন কাণ্ড করতেন দুজন
সভায় হতো ভারি মজা
একশো আটের বুদ্ধি ছিল
গোপাল ভাঁড়ের বড় মাথায়
হার মানেনি কোনদিন ও
কৃষ্ণচন্দ্রের চাটুলতায়।
একে অন্যের পরিপূরক
ছিলেন তারা দুজনে
হাজার হাজার গল্প তাদের
আছে দেশে ছড়িয়ে।
দুজন দিতেন দুজনাকে
একে অন্যের প্রাণ
দুজন দিতেন দুজনাকে
মান সম্মান।
BANGLADARSHAN.COM
বর্ধমানের সীতা ভোগের
যেমন ছিল নাম
গল্প রসিক গোপাল ভাঁড়ের
ছিল অনেক দাম।
রাজার পাশে সদাই গোপাল
ছিল জড়িয়ে
কৃষ্ণ, গোপাল নামের যাদু
গেছে ছড়িয়ে।
একের ছাড়া অন্যজনা
সীতা হারা ফণী
দুজন ছিলেন দুজনার
চোখের তারার মনী।
জড়িয়ে গেছে পাতায় পাতায়
দুজনারই নাম
নদীয়া জেলার সকল মানুষ

পেয়েছে সম্মান।
তিনটি নামের মিলন ক্ষেত্র
নদীয়া জেলার ভূমি
কৃষ্ণ গোপাল ছিল বলেই
সীতা এত দামি।
দড়ি ছিঁড়ে বেড়া ভেঙে
গাছে যদি ওঠে গরু
গল্প রসিক কৃষ্ণ গোপাল
দুজন হলেন গল্পে গুরু॥

BANGLADARSHAN.COM

জন্মভূমি

আমার ভারতবর্ষ
আমার জন্মভূমি
এ মাটিতে জন্ম নিয়ে
ধন্য হয়েছি আমি।
কত মণীষীর জন্ম হয়েছে
এই ভারত ভুঁয়ে
কত মণীষী প্রাণ দিয়েছে
আত্মত্যাগ দিয়ে।
তাহাদের কথা রয়েছে লেখা
বই-এর পাতায় পাতায়
তাহাদের কথা লেখা রয়েছে
মনের মণি কোঠায়।
বিনয়, বাদল, দিনেশ
ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন
কবিগুরু, সুকান্ত, শরৎ
আমাদের হৃদয়ের প্রেম।
আমার ভারতবর্ষ
আমার স্বদেশ ভূমি,
এ দেশেতে জন্ম নিয়ে
ধন্য হয়েছি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

তামাশা

কাজলা মেয়ে কাজলী
গায়ে রঙে মাজা
পেটাই করা গড়ন যে তার
ইস্পাতেতে গড়া।
লোহার মেয়ে কাজলী মোদের
গুণে গুণবতী
খেলাধূলায় ভীষণ ভাল
বুদ্ধিতে সরস্বতী।
খেলাধূলা পড়াশুনায়
সবার প্রথম স্থান
কাজলা মেয়ে কাজলী মোদের
রেখেছে গ্রামের মান।
কত খেলায় সোনার পদক
নিয়ে এসেছে কেড়ে
তখন তাকে বলতো সবাই
এশিয়া জয়ী মেয়ে।
হঠাৎ করে কি যে হল
কাজলী গেল জেলে
প্রমাণ দিতে হবে তাকে
ছেলে নাকি মেয়ে।
টানাটানি করছে দেখি
উকিল পুলিশ সবাই
দেশটা গেছে রসাতলে
মন্ত্রীমশাই দোহাই।
দোহাই মন্ত্রী দোহাই আইন
নিয়োনা ইজ্জত কেড়ে
কেমন করে হবে কাজলীর
পিঙ্কি দিদির বিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

মরণের পরে

মরণের পরে চলে যাবে উড়ে
আমার ছোট্ট হৃদয় পাখি
জড় দেহখানি পরে রবে হেথা
কেঁদে সারা হবে গৃহবাসী।
পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পরিজন
রহিবে আমায় ঘিরে
ব্যাথিত হৃদয়ে জানাবে বেদনা
হাহাকার কান্নার রোলে।
আত্মীয়-পরিজন গ্রামবাসী যারা
ভালোবাসে মোরে
চিরবিদায় জানাতে আসিবে তারা জানি
অশ্রুসজল চোখে আমার দুয়ারে।
আমার শোকে আমার প্রেয়সী
আছড়ে পড়িবে বুকে
দেহখানি তার এলোমেলো হয়ে
জ্ঞান হারাইবে আমার শোকে।
ধরাধরি করে তাহারে তুলিয়া
চোখে মুখে দিবে জল
শান্ত করিতে তারে সান্ত্বনা জানাইবে
পাড়াপড়শি আর গৃহিণীর দল।
বন্ধুরা এসে পাঁচফুট খাটে
শোয়াবে যত্ন করে
রামাবলী দেবে গায়ে
গীতা দেবে বুকে
মালা, চন্দন আর ফুলের তোড়ায়
সাজাইবে আমার খাট
কাঁধে তুলে নিয়ে বল হরি দিয়ে
চলিবে শ্মশান ঘাট।

BANGLADARSHAN.COM

গঙ্গার তীরে সাজাইবে চিতা
করিবে বস্ত্র হরণ
পরিপাটি করে ঘি মাখিয়ে
শোয়াইবে তাহার উপর
যদি থাকে মোর বংশধর কেউ
ধরাইবে প্যাঁকাটির গোছা
মন্ত্রপাঠ করে মুখে দিয়ে আগুন
জ্বালাইবে আমার চিতা।
পুরে ছাই হবো মাটিতে মিশিবো
অস্থি ভাসাইবে জলে
পবিত্র গঙ্গার জলে স্নান করে খোকা
বাড়ি ফিরিবে কাছাগলা করে।
একমাস কাল হবিষ্যি করে
করিবে ওষুধ পালন
বাপের মুখের পিণ্ডদান করে
করিবে ঘাট, শ্রাদ্ধ আর বামুনভোজন।
স্বর্গ হতে দেখিবো গো আমি
আমার প্রেয়সীকে
সাদা থান পরে বসে আছে সে
ঘরের একটা পাশে।
চোখে তার জল করছে টলটল
পরিছে টপাটপ করে
ছল ছল চোখে রয়েছে তাকিয়ে
আমার মুখের দিকে।
মনে মনে তাই ভাবি বসে ভাই
টানাটানি করে কিছু লাভ নাই
মায়ার বন্ধনে সব কিছু ফেলে
চলে যেতে হবে পরপারে ভাই॥

BANGLADARSHAN.COM

সিঁদুরে মেঘ

দূর আকাশের ঐ গগনে
আগুন লেগেছে
টকটকে লাল আলোর শিখা
ছড়িয়ে পড়েছে।
আকাশ জুড়ে সিঁদুরে মেঘ
খেলছে নানা খেলা
মাঠের গরু দড়ি ছিঁড়ে
হয়েছে আজি মেলা।
পুষ্প বৃষ্টি পড়ছে ঝরে
রৌদ্র ছায়ার খেলা
রামের ধনু রাঙিয়ে আকাশ
জুড়ালো প্রাণের জ্বালা।
মর্ত্য ভূমির মাটির পরে
রয়েছি সবাই বসে
দৃষ্টি মোদের হারিয়ে গেছে
দূর গগনের দেশে।
দূর গগনের এক আকাশে
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা
খেলছে সবাই ঐ আকাশে
ঐন্দ্র জালিক মায়ার খেলা।
কারোর আলো মিটিমিটি
কারোর আলো সাদা
কারোর আলো সকালে দেখি
লাল আগুনের গোলা॥

BANGLADARSHAN.COM

পাপ-পুণ্য

পাপি যদি হই আমি
পুণ্যবান নিশ্চই হবে তুমি
তোমার পুণ্যে সকল পাপের
বিনাশ করবে সবই জানি।
পাপ পুণ্য বুঝিনাই কিছু
কোথা হতে আসে মনে
কোন কাজ করি দোষ-গুণে
যাহা তোমাকে আঘাত করে।
পাপ যদি করি আমি
তাহা তোমারই ইচ্ছায়
পুণ্যের কাজ করি যদি
সে তো তোমারই কৃপায়।
বিশ্বজগৎ তোমার সৃষ্টি
মানব জগৎ তোমার
বিচার করে বলো প্রভু
পাপ পুণ্য কার?
ভালো কাজের ভাগটি নেবেই
নেবে পূজার অর্ঘ্য
খারাপ যদি করি আমি
তুমিই দেবে দণ্ড।
মানব জাতি করলে আমায়
দিলে দুটো স্বত্তা
এক হৃদয়ে বসিয়ে দিলে
মন্দ ভালোর বীজটা।
এক গাছেতে বাঁধলে তুমি
আম তেঁতুলের কলমটা
কেমন করে মৃষ্টি হবে
দুই সে ডালের ফলটা।

BANGLADARSHAN.COM

বুঝেও কিছু বুঝিনা তোমার
ভাব ভঙ্গি কেমনতর
কোন দোষেতে দোষী করে
স্বর্গে বসে বিচার করো?
পুনর্জন্ম হরগো যদি
পাঠাও আবার মানুষ রূপে
এক মননের গাছ বসাবে
যাহা শুধুই সুবাস দেবে।
দেখবে তখন আমার মাঝে
ফলছে কেবল মিষ্টি ফল
পুণ্য শুধু পরছে ঝরে
পাপের হবে অবসান॥

BANGLADARSHAN.COM

পালিত মা

আমার জন্মধাত্রী মা
আমার কাছে এসো মা
আমায় ফেলে কোথায় তুমি
চলে গেলে মা?
ফুটপাতেতে হচ্ছি বড়ো
জুতো পালিশ করি
পেটের ক্ষুদা কেমন করে
সইতে মাগো পারি।
শিশুবেলায় আঁস্তাকুঁড়ে
দিয়েছিলে ফেলে
এক খাবলে কুকুর মুখে
নিয়েছিল তুলে।
ককিয়ে উঠেছিলাম বুঝি
দিয়েছিল ছেড়ে
স্নেহের পরশ আজও আমার
রয়েছে পিঠের পরে।
ফুটপাতেতে একসাথেতে
দুজনাতে থাকি
তারে আমি আজও মাগো
মাগো বলেই ডাকি।
সকাল হলে জামা ধরে
টানাটানি করে
জুতার বাক্স এগিয়ে দিয়ে
কাজে যেতে বলে
সন্ধ্যাবেলায় কাজের শেষে
যখন ফিরি ঘরে,
বসে থাকে চুপটি করে
মুখের পানে চেয়ে

BANGLADARSHAN.COM

সব ক্লান্তি ভুলে গিয়ে
জড়িয়ে ধরি তাকে
লেজ বুলিয়ে স্নেহ দিয়ে
আদর করে মোরে।
হয়তো একদিন বড়ো হবো
রবে না কাছে মা
মাতৃহারা হয়ে আবার
পাবো যন্ত্রণা।
কুকুর হয়ে স্নেহ দিয়ে
করল লালন-পালন
দুঃখ লাগে ও ভগবান
বিচার তোমার কেমন॥

BANGLADARSHAN.COM

আমার স্বপ্ন

রোজ রোজ ভাবি বসে
আমি বড়ো হবো
লেখা পড়া শিখে শেষে
বিদেশেতে যাবো।
বিদেশের স্বপ্ন আমায়
হাতছানি দেয়
রঙিন রঙিন স্বপ্নগুলো
কত স্বপ্ন দেখায়।
সায়েন্স নিয়ে পড়ছি আমি
আমি বড়ো হবো
বিদেশ হয়ে রকেটে চেপে
আকাশে পারি দেবো।
গ্রহে গ্রহে ঘুরে ঘুরে
মাটির ছবি নেবো
জলের হদিশ পেলেই পরে
বার্তা পাঠিয়ে দেবো।
বিরাট আশা নিয়ে আমি
করছি লেখাপড়া
সৃষ্টি করাই হবে আমার
আমার চিন্তাধারা।
বিশ্বের দামী লোক
হবো একদিন
সময় হয়েছে শুরু
আসিবে সুদিন॥

BANGLADARSHAN.COM

ভোরের সূর্য

এই আকাশের নিচে
আমাদের বাড়ি
ট্রেন, ট্রাম চলে বাস
রং বেরঙের গাড়ি।
এই আকাশের নিচে
আমাদের বাড়ি
ছুটে চলে ঐ পথে
উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টারের সারি।
রাতের আকাশে তারা
মিটিমিটি জ্বলে
ফিসফাস করে যেন
কত কথা বলে।
অনেকটা আকাশ জুড়ে
সাদা থালা ভাসে
এই বুঝি মনে হয়
নেমে আসে কাছে।
রাতে দেখি সাদা থালা
আলো ঝলমল
ভোরে সূর্য ওঠে
গনগনে লাল।
গায়ে মাখা রোদ্দুর
বড় ভাল লাগে
অগ্নির তেজে দেহ
তেজস্ক্রিয় করে।
বিভোর ঘুমের মাঝে
স্বপ্ন দেখি রাতে
সকলে নেমে এসেছে দেখি
আমার বাড়ির ছাদে॥

BANGLADARSHAN.COM

বিচার চাই

বিচার চাই বিচার চাই
আমার বিচার চাই
যেমন মনের মানুষ আমি
কঠোর বিচার চাই।
পাপি তাপি মানুষ আমি
চরিত্রে লাগাম ছাড়া
ও ভগবান বিচার করে বলো তুমি
আমি কোন্ ধাতুতে গড়া?
এক হাতেতে পুষ্প চড়াই
অন্য হাতে পাপ
আমার অত্যাচারে সবাই
বলে বাপরে বাপ।
কত মানুষের চোখের জলে
স্নান করেছি আমি
লাখো লোকের রক্তে মাটি
ভিজিয়েছি সব জানি।
পাপের বোঝা ঘাড়ের উপর
যতই চেপেছে
অত্যাচারের মাত্রা আমার
ততোই বেড়েছে।
আস্তে আস্তে বয়স আমার
বাড়তে লেগেছে
মনের মাঝে আজ মনে হয়
ভয়টি জেগেছে।
শুরু হয়ে গেছে বিচার
ওষ্ঠাগত জান
নানা রোগে জর্জরিত
দেহ-মন-প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

এবার বুঝি বিচার হবে
দণ্ড দেবে তুমি
কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেবে
সবই আমি জানি॥

BANGLADARSHAN.COM

শ্রেষ্ঠ আসন

পরাধীনতার গ্লানি মুছে
মাটির উপর দাঁড়িয়ে নিজে
শ্রেষ্ঠ আসন নেব কেড়ে
ভারত ভূমির পরে।
জন্ম আমার এ দেশেতে
এ মাটিরই গর্ভ হতে
এ মাটিরই সৌর্যে আমার
জীবন গেছে ভরে।
পরাধীনতার গ্লানি মুছে
সবার আসন টলিয়ে দিয়ে
বিশ্ব জুড়ে আমার খ্যাতি
পাবে রে সম্মান
জগৎ সভায় আমার আসন
হবে প্রথম স্থান।
দেশ-বিদেশে আমার যশ
পরবে ছড়িয়ে
সবাই মাথা নত করে
রইবে দাঁড়িয়ে।
আমার দেশ ভারতবর্ষ
হীরের থেকেও দামী
মুণি ঋষিদের মুখের বাণী
মর্মে মর্মে মানি।
সেই দেশেরই মানুষ আমি
আমি ভারতবাসী
হাজার বছর এদেশেতে
জন্ম নেব জানি।
গৈরিকেতে ত্যাগ দিয়েছি
শুভ্র সাদায় মন

BANGLADARSHAN.COM

সবুজে ভরা গালিচা দিয়ে
জাগিয়েছি নূতন ঢেউ,
দেশ-বিদেশি রাষ্ট্রপুঞ্জ
আসবে ছুটে আমার কাছে
শিক্ষা নেবে সংস্কৃতি
আমার ভারতবর্ষ হতে।
তিনটি রঙে রাঙা আমি
আঁচল খানি বড়
জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন
নেবই আমি নেব॥

BANGLADARSHAN.COM

আমার দেশ

সোনার দেশ আমার দেশ
আমার ভারত ভূমি
আমার দেশের মাটির তলে
আছে সোনার খনি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
জন্ম নিয়ে এ দেশেতে
ধন্য হলাম আমি।
আমাদের এই বসুন্ধরা
শস্য-শ্যামলা
সাগর, নদী, পাহাড় দিয়ে
রূপে ললনা।
রূপের টানে ছুটে আসে
নানা দেশের লোক
ভালবেসে যায় না ছেড়ে
এই স্বর্গলোক।
স্বর্গরাজ্য ভারতভূমি
বলে সর্বলোকে
সোনার মানুষ জন্মেছে যে
এ দেশেরই বুকে।
রত্নগর্ভা ভারত ভূমি
রত্ন দিয়ে মোরা
একশো বছর শাসন করে
দেখে গেছে তারা।
হাজার হাজার ঋষি-মণীষীর
জন্মভূমি এটা
সব জাতিকে স্থান দিয়েছে
আমার জন্ম ভিটা।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মাতা ভারত মাতা
তার সন্তান আমি
আমার মায়ের আঁচলখানি
হীরের থেকেও দামী।
নানা জাতির নানা ধর্ম
করছে কোলাকুলি
আচার-বিচার মানসিকতায়
মিলন তীর্থ ভূমি॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোর সকাল

এসো হে প্রভাত এসো
ভোরের আলো সঙ্গি করে
ভোরের আলোয় প্রভাত আসুক
উজ্জ্বল হোক আলোয় ভোরে।
লুকিয়ে আছো কোথায় তুমি
অন্ধকারের করাল ডোরে
সকল বাঁধন ছিন্ন করে
আলোকিত করো মোরে।
লুকিয়ে রাখে তোমায় যারা
নিশুথি রাতের মায়ার জালে
প্রভাত ফিরে আসুক আলো
চায়না তারা মনে প্রাণে।
রাত যে কেন আসে নেমে
দিনের আলো নিভিয়ে দিয়ে
সূর্য কেন অস্তা চলে
অন্ধকারে যায় হারিয়ে।
দিন কেটে যায় জলের মতন
রাত কাটে না মোটে
রাতের বেলায় স্বপ্ন যত
মাথায় এসে জোটে।
খোঁচা মারে বুদ্ধি ঘটে
চিত্ত করে ভ্রম
নিশুথি রাতের মায়ার খেলা
আঁধার রাতের যম।
আঁধার যগৎ কায়েম করে
চলছে নানা খেলা
বিশ্ব জুড়ে আঁধার রাতি
মায়ার জালের লীলা।

BANGLADARSHAN.COM

চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, তারা
রয়েছে আকাশ পটে
সূর্য ছাড়া কারোর আলো
দাম নেইকো মোটে।
সূর্য মোদের পরম পিতা
মোদের নিঃস্বাস
মোদের দেহের শিরায় শিরায়
তাহার অধিবাস।
সূর্য ছাড়াও অনেক গ্রহ
রয়েছে আকাশ পটে
হয়তো অনেক গুণের মালিক
পাইনা ছোঁয়া তাদের।
যারা তোমায় চুড়ি করে
রাতের আঁধার আনে
তোমার কাছের সঙ্গি তারা
ভূতুরে মায়া জানে।
BANGLADARSHAN.COM
সকল মায়া জালিয়ে দিয়ে
দিনের আলো আনো
সকল আঁধার ঘুঁচিয়ে দিয়ে
প্রভাত ডেকে আনো।
আঁধার রাতি আমার কাছে
মৃত্যু ভয়াল রাত
কখন ঘুঁচে যাবে আঁধার
আসবে আমার প্রভাত।
প্রভাত ফিরে এসো তুমি
দিনের আলো নিয়ে
চোখের তারায় আলো জ্বালো
তোমার আলো দিয়ে॥

ভোরের পাখি

কিচিমিচি কোলাহলে
দিক ভরে যায়
ভোরবেলা পাখিরা
নানা গান গায়।
নানা গান নানা সুর
শোনা যায় কানে
মোরগের ডাক শুনে
ভোরে ঘুম ভাঙে।
নির্মল আকাশটাতে
সাদা মেঘ ভাসে
ঘুম ভেঙে উঠে দেখি
চাঁদ যেন হাসে।
প্রভাতের আলো ছায়া
গায়ে মাখামাখি
জীবনের চলার পথে
আঁধারে সাথি॥

BANGLADARSHAN.COM

বাংলার দুঃখ

বাংলাতোমার কি হয়েছে
মুখটা কেন ভার
মনের দুঃখ খুলে বলো
কোরোনা দেরি আর।
মনের ভিতর যত ব্যথা
রাখবে গোপন করে
দুঃখ পাবে কষ্ট পাবে
মরবে জ্বলে পুড়ে।
তুমি যদি চুপটি করে
থাক একা বসে
কেমন করে বুঝবো আমি
দুঃখ তোমার কিসে।
তুমি আমার বাংলা ভূমি
আমার মাটির মা
কোন্ কর্মে রুষ্ট হয়ে
পাচ্ছ যন্ত্রণা।
দাও বলে দাও মনের ব্যথা
শুনতে সবাই পাক
কু-কর্মের মানুষগুলো
শুদ্ধ হয়ে যাক।
হারিয়ে যাওয়া চেতনা সবার
আসুক ফিরে বুকে
দেখবো ওদের মুখোশগুলো
লুকিয়ে কোথায় রাখে।
সবার মুখে একটা কথা
দেশকে ভালোবাসি
বাংলা তবে কাঁদছে কেন
বল বাংলাবাসী?

BANGLADARSHAN.COM

বাংলাভূমির আঁচলখানি
ধূলার পথে পরে
বুকের ভিতর জমা ব্যথা
যাচ্ছে চোখে ঝরে।
কিসের ব্যথায় মায়ের চোখে
পড়ছে ঝরে জল
হাজার কোটি পুত্র যে মার
দুঃখ কিসের বল?
হাজার কোটি সন্তান যার
তারই বুকে ব্যথা
ঘুচাও মায়ের দুঃখ ব্যথা
মা যে বড় একা।
লোভ লালসায় অন্ধ হয়ে
যাচ্ছি মাকে ভুলে
স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে
আছি বেজায় সুখে।
বাংলা মোদের মাতৃভূমি
মোদের মাটির মা
বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে মাকে
মুখে ফুটুক হাসি
এক বাক্যে বল সবাই
মাগো তোমায় ভালোবাসি॥

BANGLADARSHAN.COM

সাত জনমের মা

রাখব বেঁধে তোমায় আমি
আস্টে পিস্টে দড়ি দিয়ে
দেখবো তুমি কেমন করে
যাও পালিয়ে কোথা দিয়ে।
হৃদয় দিয়ে বাঁধন দিলাম
রক্ত জবা পরিয়ে দিলাম
তোমার চরণ বক্ষে ধরে
মনের মাঝে তালা দিলাম।
পারলে পরে ভাঙবে তালা
দেখবো তোমার কামারশালা
কোন্ ধাতুতে আঘাত হেনে
করতে পারো ফালাফালা।
যাওনা দেখি আমায় ছেড়ে
মরবে তোমার পাগল ছেলে
দাওয়ায় বসে কাঁদতে হবে
আর পাবে না সাড়া,
আমি তোমার অবুঝ ছেলে
আঁচল খানি রাখি ধরে
পালিয়ে যাওয়ার পথটা তোমার
বুকে আছে বাঁধা।
বুকের হৃদয় ভেঙে দিয়ে
যে পথেতেই যাওনা চলে
খুঁজতে হবে নূতন বাসা
পথে পথে ঘুরে।
ও ভগবান তুমি আমার
দেহখানা শুধুই তোমার
পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজনা
জানালাগুলো দিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার বুকের দরজা খুলে
যাওগো যদি তুমি উড়ে
ভিক্ষা করে খেতে হবে
দাওয়ায় দাওয়ায় ঘুরে।
জন্ম যদি হয়গো আমার
আসতে হবে তোমায় আবার,
ঘুরে ফিরে একই খোঁটায়
আসবে তুমি ফিরে।
ইহজনম, পর জনম
সাত-সাতটি মানব জনম
তোমার আমার মিলন হবে
এই পৃথিবীর মাঝে।
সাহস থাকে আমায় ছেড়ে
অন্য বাসা খুঁজে নিয়ে
যাও চলে যাও অন্য কোথা
আমায় ফেলে দূরে॥

BANGLADARSHAN.COM

ছুটিপুরের ইতিহাস

হুগলী জেলার ছুটিপুরে
রাজার ছিল বাড়ী
জমিদারী ছিল রাজার
ছিল রাজবাড়ী।
ভীষণ সুখী মানুষ ছিলেন
ছিলেন ভীষণ খুশি
সদাই ছিল রাজার মুখে
মিষ্টি মধুর হাসি।
ঘোঁড়াশালায় থাকতো ঘোঁড়া
হাতিশালায় হাতি
ময়ূরমহল ছিল রাজার
ছিল খামারবাড়ী।
রাজার বাড়ীর চারিপাশে
ছিল ফুলের বাগান
রঙ বেরঙের পাখিরা এসে
গাইতো সুরে গান।
রঙ বেরঙের ফুলগুলো সব
নাচতো হেলে দুলে
প্রজাপতি ভোমরা যত
আসতো উড়ে উড়ে।
ফুলের সুবাস ছড়িয়ে বাতাস
করতো মাতামাতি
আকাশ থেকে ডানা মেলে
নামতো এসে পরী।
বিভোর হয়ে জানালা দিয়ে
রাজা থাকতো তাকিয়ে
ফুলের সুবাস নিয়ে রাজা
পড়তো ঘুমিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

নানা দেশ ঘুরে ঘুরে
রাজা আনতো ফুলের চারা
গাছগাছালির প্রতি ছিল
রাজার ভীষণ মায়া।
নিজের হাতে যত্ন করে
বসিয়ে দিতেন জল
গাছগুলো সব ফুলে ফুলে
করতো যে ঝলমল।
হঠাৎ করে কি যে হলো
রাজা গেল মরে
রাজার বাগান শুকিয়ে গেল
ফুল গেল সব ঝরে।
রাজাও নেই রাজবাড়ী নেই
ভগ্ন শেষের দশা
ছুটিপুরের জমিদারী
ইতিহাসে মেশা॥

BANGLADARSHAN.COM

দেশলাই কাঠি

আমি ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি
আমার সাড়া শরীরে শুধুই বারুদের গন্ধ,
আমাকে নিয়ে তামাসা কোরো না
এক লহমায় শেষ করে দেব, জীবনের ছন্দ।
আমাকে নিয়ে কি ভাবছো তোমরা
আমি কি একে বারেই মূল্যহীন,
আমার দাম সামান্য, ছোট্ট বাক্সে থাকি
সাবধান, আমি বিশাল, ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ,
আমি ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি
আমি আগুন হয়ে জ্বলতে পারি
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি
সমগ্র বিশ্ব সংসার সাবধান।
আমাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছো
মুছে দিতে চাইছো, আমার দম্ভ, আমার গর্ব,
করতে পারবে না কোনদিনও আমায় খর্ব;
আমি হয়ে উঠেছি আরো মহিরূহ
আমি ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি
আমি ধ্বংসের প্রতীক, আমি সূচনারও প্রতীক
আমি সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতে পারি।
হোম, যাগ, যজ্ঞতেও সাহায্য করতে পারি।
আমি ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।
রন্ধন শালাতে আমি সাহায্য করতে পারি,
জীবনের শেষ শিখা হয়ে জ্বলতে পারি
আমি ক্ষুদ্র, আমি সামান্য, তবু আমি দরকারী।
প্রথম জনমটা ছিলাম পাথরের মধ্যে
পরে কাঠে কাঠে ঘষে, তারপরে বারুদের রূপে
অবশেষে এসে হাজির হয়েছি গ্যাসের ভীতরে।
তবুও আমি আছি, উন্নত হয়েছি আমি ধন্য
আমি সুখী, আমি একটা দেশলাই কাঠি।

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃত্বের স্বাদ

প্রথম যেদিন জন্ম নিলাম
মাতৃ জঠর মাঝে
হয়তো সেদিন সুখের ছোঁয়া
পেয়েছিল মা মনে।
আমার আসার আভাসখানি
পেয়েছিল মা প্রাণে
সুখের হাসি হেসে ছিল
লজ্জা আবরণে।
প্রথম সন্তান গর্ভে ধরে
পেয়েছিল মা সুখ
মা ডাক শুনতে পাবে
জুড়াবে মায়ের দুঃখ।
আস্তে আস্তে হয়েছি বড়ো
মায়ের পেটের ভিতর
মাতৃ জঠর ছিল আমার
আমার দেহের চাদর।
দশ মাস দশ দিন
ছিলাম মায়ের পেটে
একটা সুতোয় জড়িয়ে ছিলাম
মায়ের নাড়ীর সাথে।
লালন-পালন করেছে আমায়
পেটের ভিতর মা
পেয়েছে অনেক কষ্ট তবু
পায় নি যন্ত্রণা।
সকল ব্যথা ভুলে ছিল
আমায় পেটে ধরে
সেই দিনটা আসবে কবে
দেখবে দুচোখ ভরে।

BANGLADARSHAN.COM

সময় এল ছিন্ন হল
বাঁধন গেল টুটে
ভূমিষ্ঠ করল আমায়
মাতৃ জঠর হতে।
মাতৃ জঠর ছিল আমার
প্রথম বাসস্থান
যে জঠরে জন্ম নিয়ে
পেয়েছি আমার প্রাণ।
শুরু হল আমার জীবন
এ পৃথিবীর বুকে
আস্তে আস্তে হয়েছি বড়
মাতৃ সুধা নিয়ে।
ছোট ছোট হাত-পা নিয়ে
করছি নড়াচড়া
পিটির-পিটির চোখ দুটোতে
তাকিয়ে শুধু থাকা।
BANGLADARSHAN.COM
মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে
ফোকলা দাঁতে হাসি
জড়িয়ে ধরে মা আমাকে
বলে ভালোবাসী।
মায়ের ভালোবাসায় আমি
হয়েছি লালন-পালন
হাতটি ধরে হাঁটতে শেখায়
করে প্রতিপালন।
গুটি গুটি পায়ে আমি
হাঁটতে শিখেছি
আধো-আধো স্বরে বাবা
বলতে শিখেছি।
মা বলে প্রথম যেদিন
ডাকি আমার মাকে
দৌড়ে এসে মা আমাকে

নিয়েছে তুলে বুকে।
এটাই মায়ের স্বপ্ন ছিল
শুনবে আমার ডাক
পূর্ণ হল মায়ের আশা
মিটল মায়ের সাধ।
ধন্য হল মায়ের জীবন
সন্তানেরই ডাকে
মাতৃত্ব ধন্য হল
আমার ডাকার সাথে॥

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতার ভিখারি

আমি ভিখারি
ভিক্ষা আমি করি
পা দুখানি নেই কো আমার
আমি চলতে নাহি পারি।
পথের ধারে পরে থাকি
হামাগুড়ি দিয়ে
ভিক্ষা আমি করি প্রভু
হাতের বাটি নেড়ে।
কোন্ দেশেতে জন্ম আমার
কোন্ রাজ্যের কূলে
পরে না মনে সে সব কথা
খুঁজবো কেমন করে?
ছোট্ট বেলায় যারা আমায়
নিয়ে এসেছে তুলে
তারাই আমায় করেছে বড়
মুখে খাবার দিয়ে।
বাবা-মায়ের কথা যখন
মনে আমার পরে
কেঁটে কেটে হয়েছি সারা
সারাটা দিন ধরে।
লেখা পড়া হয় নি শেখা
পাঠশালাতে যাওয়া
জোটেনি আমার দুবেলাতে
ভালো করে খাওয়া।
চুরি বিদ্যা শিখিয়েছিল
পকেট কাটার কাজে
কাঁচি, ব্লেড চলতো ভালো
নিপুণ হাতের মাঝে।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ একদিন বাসের মাঝে
ধরা পড়ে গেলাম
জনগণের হাতে সেদিন
জোর পিটুনি খেলাম।
জীবনখানি কোন ক্রমে
সেদিন বেঁচেছিল
এমন কাজ আর করব না আর
মনে হয়েছিল।
পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছি
সারাটা দিন ধরে
বাসা ছেড়ে বেড়িয়ে পরি
নিশুথি রাতের ভোরে।
অনেকটা পথ হয়েছে হাঁটা
ক্লান্ত শরীর খানা
আর পারি না টানতে আমি
ক্ষুধার দেহখানা।
ঘুমিয়ে পরি গাছতলাতে
ক্লান্ত শরীর নিয়ে
ঘুম ভাঙতেই উঠে দেখি
মালিক রয়েছে দাঁড়িয়ে।
দড়ি বেঁধে গাড়ি করে
আনলো আমায় তুলে
পা দুখানি কেটে নিল
বড়ো কুঠার দিয়ে।
যন্ত্রণারই মরণ জ্বালা
বুকের শেলে বেঁধে
বললো আমায় চ্যাঁচালে পরে
জিভটা নেব কেটে।
মুখের আওয়াজ বন্ধ হল
নেতিয়ে পরে দেহ
আমার মরণ যন্ত্রণাটা

BANGLADARSHAN.COM

বোঝে নি সেদিন কেহ।
সুস্থ হলাম শুরু হল
পেলাম নূতন কাজ
পা দুখানি নেইকো আমার
ভিখারি আমি আজ।
অন্ধকারের নিশুতি ভোরে
আসি গাড়ি করে
সারাটা দিন ভিক্ষা করি
পথের ধূলায় পরে।
প্রহর রাতে বাড়ি ফিরি
মালিক আসে নিতে
আমার দেশ আমার বাড়ি
কোলকাতারই ভিটে॥

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুদিরামের প্রয়াণ

আমি বাংলার ছেলে
নাম ক্ষুদিরাম
ভারতকে করতে স্বাধীন
আমি হয়েছি প্রয়াণ।
প্রাণ দিয়েছি আমি
ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে
মারতে পারি নি সেদিন
লড্ কিংস ফোর্ডকে।
ধরা পরে বন্দি হয়েছি
ইংরেজ কারাগারে
অত্যাচার করেছে আমায়
পিঠেতে চাবুক মেরে।
বিচারে হয়েছে ফাঁসি
ঝুলিয়ে দিয়েছে দেহ,
রোধ করতে পারে নি তবু
আমার কণ্ঠ কেহ।
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে
গেয়েছি ভারত মায়ের গান
আমি বাংলার বীর সন্তান
আমি বীর ক্ষুদিরাম।
হাজার হাজার ক্ষুদিরামের
জন্ম হবে ভারতের বুকে
আমরা তাড়াবোই ইংরেজ তোদের
থাকতে দেবোনা সুখে।
ভারত স্বাধীন হবেই হবে
উড়বে আঁচল খানি
আমার জীবনের থেকে মায়ের সম্মান
অনেক অনেক দামী।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবীতে থাকবো না আমি
রয়ে যাবে মোর নিঃশ্বাস
মৃত্যুর মাঝে মনের গভীরে
আছে অনেক বিশ্বাস॥

BANGLADARSHAN.COM

ঝরণা পাহাড়

পাহাড় হতে আসছে নেমে
অঝোর ধারায় জলের স্রোত
জলের ধারায় আকাশ থেকে
পড়ছে এসে সূর্য রোদ।
ঝিকিমিকি ঝরণা ধারা
রোদের শোভায় হাসছে
পাহাড় যেন চুপি চুপি
কত না কথাই বলছে।
রং বাহারি গাছ-গাছালি
সারা পাহাড় বক্ষ জুড়ে
গুল্মলতা পাহাড় থেকে
এসেছে নেমে ভূমির পরে।
উড়ছে পাখি আকাশ জুড়ে
কিচির মিচির কলরবে
ভ্রমরা এসে বসছে যত
পারিজাতের ফুলের পরে।
রিনি ঝিনি বাজছে নূপুর
স্রোতস্বীনী ঝরণা ধারায়
যাচ্ছে বয়ে ধাক্কা খেয়ে
মুক্ত হয়ে ছরিয়ে ধরায়।
সবুজ ঘন বন ছায়ায়
নিম্নে ভূতল চরণ তল
অপূর্ব তার রূপের ছোঁয়ায়
আকাশ বাতাস নদীর জল।
হাসছে আকাশ, হাসছে বাতাস
হাসছে সাগর-পাহাড়-নদী
জীবন সবার ধন্য হবে
হারিয়ে সবাই যাওগো যদি॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম চোর

ভোর বেলা ঘুম ভেঙে
উঠে দেখি ভোর
তার ঘরে ঢুকেছে
বড় এক চোর।
জানালার ফাঁক দিয়ে
পড়েছে কখন ঢুকে
গভীর ঘুমের মাঝে
দেখেনি তখন তাকে।
খাটে শুয়ে ছিল ভোর
সুখের নিদ্রায়
ঘুম ভেঙে যায় তার
গরম ছোঁয়ায়।
খাটে উঠে বসে ভোর
করে খোঁজাখুঁজি
চোর ভায়া চুরি করে
নিয়ে গেল কি?
সব কিছু ঠিক-ঠাক
রয়েছে ঘরে
তবে কেন চোর ব্যাটা
ঢুকে ছিল ঘরে?
অবশেষে ভোর দেখে
নেই তার চোখে
রাতের ঘুমটা শুধু
চুরি হয়ে গেছে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রণাম

প্রণাম লহ ঠাকুর তুমি
চরণ তোমার দাও বাড়িয়ে
পুষ্প হয়ে ঝরুক আমার
অশ্রু ধারা তোমার পায়ে।
তোমার দানে জীবন আমার
নূতন পথের পেয়েছে দৃশা
তুমি আমার দু চোখেতে
দিয়েছ জ্বেলে নূতন ভাষা।
জ্বালাও তুমি আমার চোখে
নূতন ভোরের আশার আলো
সবটা যেন দেখি সাদা
একটুখানি নয়কো কালো।
জন্ম দিয়েছো তোমার কোলে
প্রাণ দিয়েছো বুকের মাঝে
দাও ছড়িয়ে হৃদয় আমার
দীন দারিদ্রের চরণ দ্বারে।
সবার চরণ মাথায় নিয়ে
চলবো আমি পথে পথে
সুখে দুঃখে থাকবো আমি
থাকবো পাশে দিনে রাতে।
তুমি আমায় দাও বলে দাও
কোন পথেতে চলবো আমি
কোন্ পথেতে হাঁটলে পরে
পাব তোমার চরণ খানি?
লতার মতো জড়িয়ে আছি
ভবের খেয়া ফেরিঘাটে
কোথায় কবে হারিয়ে যাব
জানিনে গো আমি নিজে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার জীবন ছন্নছাড়া
মনটা আমার পাগলপাড়া
খুঁজে ফিরি দ্বারে দ্বারে
পাই না তবু তোমার সাড়া।
ভাসছি আমি অথৈই জলে
হাওয়া, বাতাস, নদীর কূলে
দুলছি আমি দোদুল দোলায়
সোনার তরী ডিঙির পরে।
জানি আমায় যেতে হবে
যখন সময় ফুরায়ে যাবে
সোনার তরী খেয়া বেয়ে
আমায় নিয়ে হারিয়ে যাবে॥

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যাসাগর

(২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৩)

জন্মেছিলে বিদ্যাসাগর
বীরসিংহ গ্রামে
বাবা মায়ের সাথে ছিলে
ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে।
অনেক কষ্ট গেছে তোমার
ছোট্টবেলার দিনে
অনটনের যন্ত্রণাটা
দাওনি প্রশ্রয় মনে।
ল্যাম্পপোষ্টের তলায় বসে
করতে লেখাপড়া
ছোট্ট দেহের বড় মাথায়
ছিল বুদ্ধি ভরা।
পাঠশালারই গণ্ডি শেষে
বাবার কাঁধে বসে
শিক্ষা নিতে এলে তুমি
কলকাতারই মেসে।
বিদ্যা অর্জন করলে তুমি
বিদ্যাসাগর হলে
সংস্কৃত ভাষায় তুমি
পাণ্ডিত্য পেলে।
বর্ণ পরিচয় ছাড়াও তুমি
লিখলে নানান কাব্য
সবার মুখে একটাই নাম
ঈশ্বরচন্দ্র ধন্য।
আদর্শের একটাই নাম
বিদ্যাসাগর তুমি
সততার শ্রেষ্ঠ গুণে
ধন্য হলে তুমি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রেষ্ঠ মানুষ হলে তুমি
মাতৃ আহ্বানে
চাকরি ছেড়ে দামোদর
সাঁতরে পারি দিলে।
বিদ্যাসাগরের জন্ম দিনে
বলি সকলকে
বাবা মায়ের যত্ন নিও
শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে।
যত্ন নিয়ো মায়েরা সব
তোমার শিশুকে
লেখা পড়া শিখে ওরা
সুবাস বিলোবে।
রাখবে ধরে বুকের মাঝে
টবে দেবে জল
বড় হয়ে তোমার শিশু
দেবে অনেক ফল॥

BANGLADARSHAN.COM

আশার মমতা

মমতাময়ী মাগো তুমি
এসো মোদের ঘরে
আমাদেরই ঘরে মাগো
দাও গো আলো ভরে।
সব দুঃখ ধুয়ে মুছে
ভাসিয়ে নিয়ে যাও
মোদের চোখে সুখের আলো
তুমি জ্বেলে দাও।
ভালোবাসি আমরা সবাই
দিদি বলে ডাকি
ছড়িয়ে দাও তোমার আঁচল
ছায়ার তলায় থাকি।
সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে
বলেছিলে তুমি
ভেবেছিলাম তোমার কথা
সবার চেয়ে দামী।
প্রতিশ্রুতি পালন করো
রাখবো মাথার পরে
স্মরণে বরণে থাকবে তুমি
যুগাবতার হয়ে।
কলিযুগের সর্ব পাপে
হানো কুঠারাঘাত
পাপের বিচার করতে যেন
কাঁপেনা তোমার হাত।
এগিয়ে নিয়ে চলো তুমি
তোমার দেশটাকে
আমরা যেন তোমার ছায়ায়
বাঁচতে পারি সুখে॥

BANGLADARSHAN.COM

মাটির প্রদীপ

মাটির প্রদীপ তুমি
আলো জ্বেলে দাও
আঁধারের রাতটাকে
সাদা করে দাও।
আলোময় হয়ে যাক
আঁধারের রাত
পাপাচার মুছে গিয়ে
আসুক প্রভাত।
ঘরে ঘরে দ্বীপ জ্বলে
সন্ধ্যাবেলায়
ধূপের বহ্নিশিখায়
সুবাস ছড়ায়।
তোমার আলোর শিখা
দাও ছড়িয়ে
দুচোখে সবারে দাও
আলো ভরিয়ে।
সবাই দেখুক আজ
সবকিছু সাদা
ধুয়ে মুছে গেছে সব
কোথাও নেই কাদা॥

BANGLADARSHAN.COM

কামদুনি

পশ্চিমবাংলার বুকে আমি সেই গ্রাম
কামদুনি মোর ছোট এক নাম
ধর্ষিতা হয়েছে আমার কোলের মেয়ে
তাকে বাঁচাতে পারিনি আমার আঁচল দিয়ে।
প্রথমে তোমরা তাকে নিয়ে গেছো তুলে
কোলপাঁজা করে গোপন নির্জন স্থানে
বিবস্ত্র করে লুটে নিয়েছে তার যৌবনটাকে।
ঘৃণা করে আজ পুরুষের ব্যভিচারটাকে।
মনে হয় মা, মাসি, স্ত্রী, বোন নেই কারো ঘরে
তা নাহলে এমন ঘৃণ্য কাজ কোন শিক্ষায়
পুরুষ শাসিত সমাজ করতে পারে?
ওগো আমার দেশের পুরুষ জাতি
আমাদের কাছে তোমরা আজ মরীচিকার মাটি
ইচ্ছে করে না আর তোমাদের কাছে আসতে
ভয় করে আজ তোমাদের সাথে ঘর বাঁধতে।
আমাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলো সবাই
এসো আজ তোমরা জীবনটাকে বদলাই।
পুরুষ বলে গর্ব করি সমাজ মাঝারে
নারীর ইজ্জত রক্ষা করি মনের গভীরে॥

BANGLADARSHAN.COM

কাঠবেড়ালী

কাঠবেড়ালী গাছে বসে
লেজটি তোমার নাড়ো
মনের আনন্দেতে তুমি
গাছে খেলা করো।
এডাল ওডাল লাফিয়ে তুমি
মগডালেতে ওঠো
মনের সুখে পাকা ফলে
কামোড় তুমি মাড়ো।
গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে
এদেশ ওদেশ যাও
সব দেশেতে ঘুরে ঘুরে
যা খুশি তা খাও।
পাকা ফলে কামোড় দিয়ে
কিরিক কিরিক ডাকো
দুহাত দিয়ে ধান ছাড়িয়ে
লেজটি তুমি নাড়ো।
তোমার খাওয়া দেখতে আমার
ভীষণ ভালো লাগে
লেজ নাড়িয়ে ডাকো যখন
শুনতে ভালো লাগে॥

BANGLADARSHAN.COM

কালিদাস

গভীর রাতে ঘুমের মাঝে
স্বপ্ন দেখি তাকে
আমার পাশে বসে আছে
কুঠার নিয়ে হাতে।
হঠাৎ দেখি তরতড়িয়ে
উঠল গাছের পরে
যে ডালেতে বসলো উঠে
কাঠছে কুঠার দিয়ে।
চেঁচিয়ে বলি করছোটা কী
মরবে নাকি পরে
কে কার পথা কানে শোনে
ভয়ডর নেই প্রাণে
ধপাস করে পড়ল জলে
গেল জলে ডুবে
খানিক পরে উঠে এলো
কুঠার নিয়ে হাতে।
স্বপ্ন ভেঙে গেল আমার
উঠে বসে পরি
চোখে মুখে জল দিয়ে
কাউকে নাহি দেখি।
মহাকাব্য পাঠ করে
জানতে পারি নাম
তিনি ছিলেন কালিদাস
জগৎজোড়া নাম॥

BANGLADARSHAN.COM

পলিউসন

আকাশ বাতাস জর্জরিত
ওষ্ঠাগত জীবন যে তার
প্রাণ বেড়িয়ে যাবে বুঝি
নারীর নেই সাড়া যে আর।
শুকিয়ে গেছে শরীর যে তার
রক্ত বুঝি নেইকো যে আর
পলিউসনের চাপে দেহ
শ্বাস বন্ধ হবার জোগার।
বাড়ছে মানুষ কোটি কোটি
অট্টালিকা আকাশ ছোঁয়া
বড় বড় বাড়ীর ভারে
ঘার মুটকে যাবার জোগার।
টেলিফোনের টাওয়ারগুলো
বসিয়েছে থাবা সবকিছুতে
নিঃশব্দে নিচ্ছে কেড়ে
জীবনে বাঁচার রসদটাকে।
অত্যাচারের জ্বালায় ভূমির
হার্ট ফেলিওর হবার জোগার
সানস্টোক মৃত্যু হবে
মৃত্যু হবে বসুন্ধরার॥

BANGLADARSHAN.COM

দহন

ভারতবর্ষটা জ্বলছে
জ্বলছে তার সাথে পৃথিবীটা
মানুষের বুকটাও জ্বলছে
জ্বলছে মানুষের নাড়ীটা।
হাহাকার এসে গেছে কাছাকাছি
নিস্তার নেই আজ পালাবার
মারামারি কাটাকাটি চলছে
থাকবে না সম্পদ কারও আর!
দুরু দুরু বুকে আজ কাটে দিন
ঠিক ঠাক চলবে তো দিনটা
মেয়েটা টিউসনে গেছে আজ
ফিরবে তো ঠিক বেলা বারোটা?
ভারতবর্ষটা জ্বলছে
রাহাজানি ধর্ষণ চলছে
ছোট শিশু কন্যারও ছাড় নেই
সমাজটা কোন খাতে বইছে?
সবকিছু পুড়ে আজ ছারখার
ছারখার ভারতের পতাকা
লজ্জায় ঢেকে গেছে মায়েরই
ভারতমায়ের মুখটা।
বিশ্বের দরজার পিছনে
ভারতবর্ষটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে
অপমান ধিক্কার কালিমায়
লজ্জায় সব গেছে হারিয়ে।
নানা দল নানা মত
নানা পরিধান
লুটে পুটে খাওয়ারই
গায় তারা গান।

BANGLADARSHAN.COM

ধ্বংসের কাছাকাছি
মোরা দাঁড়িয়ে
বিশ্বের দরজায়
যাবো হারিয়ে।
মানুষের দল ওরে
আয় কাছাকাছি
মানুষের পরিচয়
নিয়ে মোরা বাঁচি॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুলুরির দম্ভ

সিঙারার পেট ভরা
আলু কপিতে
পিঁয়াজির পেট খানি
ঠাসা থাকে পেঁয়াজে।
ফুলুরি হেঁকে কয়
গোলগাল চেহারায়
নিটোল শরীর আমার
ভেজালের দেহ নয়।
সিঙারা আর পিঁয়াজি
যতো খাবে আরামে
টের পাবে হেউ ঢেউ
ঢেকুরের বেরামে।
মণ্ডা-মিঠাই বলে
খেয়ে দেখ আমাকে
চিনির বস্তা ভরে
দেবো তোর শরীরে॥

BANGLADARSHAN.COM

টিয়া

সবুজ বরণ গড়ণ যে তোর
ঠোঁট দুটো তোর লাল
সকাল হলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে
ডাকিস চিরকাল।
হরে কৃষ্ণ বুলি বলিস
গলায় পৈতে পরে
গালাগালির ফুলঝুরি দিস
কেউ বাড়িতে এলে।
রেগে গিয়ে বলি আমি
ব্যাটা হতচ্ছারা পাখি
সমাজ মাঝে সম্মান মোর
রাখলি কোথায় বাকি।
হরে কৃষ্ণ বুলি বলিস
ভীষণ ভালো লাগে
গালাগালি করিস যখন
সম্মানেতে বাঁধে॥

BANGLADARSHAN.COM

শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভারত

ভারত ভারত ভারত
মোদের সোনার ভারত
সোনার ভারতবর্ষ মোদের
মোদের বাঁচার জগৎ।
মহামানবের মিলনতীর্থ
ভারতবর্ষ নাম
বিশ্বজুড়ে ভারতবাসীর
জগৎজোড়া নাম।
বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বজয়ী কবি
সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের
ছড়িয়েছেন সোনার ছবি।
বিশ্বসভায় স্বামীজীর
আকাশ ছোঁয়া নাম
ভারতবর্ষ জ্ঞানগড়িমায়
পেয়েছে সম্মান।
জ্ঞানগড়িমা পাণ্ডিত্যের
পীঠস্থান ভারত
সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ভাষা
শ্রেষ্ঠ ভাষার জগৎ
শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলা ভাষা
আমরা বাঙালী
ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ মাতা
আমরা ভারতী।
ভারতীয় সংগীত মোর
জন গন মন
জনগণের মনে ভারত
শ্রেষ্ঠ তীর্থ সম॥

BANGLADARSHAN.COM

সবুজের সৈকত

পৃথিবীর রূপ ছিল
সবুজের সৈকত
সেই রূপে ছিল তার
প্রেমেরই ধারাপাত।
প্রেম দিয়ে করিত সে
মানুষেরে আহবান
আহবানে সাড়া দিয়ে
হত তারা মৃয়মান।
রূপ ছিল রস ছিল
ছিল তার সৌরভ
সৌরভে গড়িত সে
ভারতের গৌরভ।
আজ তারা গেছে সব
কালেরই গর্ভে
মুছে গেছে প্রেম তার
মানুষেরই খর্বে।
পৃথিবীটা ভরে ছিল
বৃক্ষেরই বাহারে
দিত তারা ফুল ফল
মানুষেরই আহারে।
আজ তারা গেছে সব
স্বপ্নেরই সাগরে
ফিরে আর আসিবেনা
মানুষের আহারে।

BANGLADARSHAN.COM

হাঁদা ভোঁদা

হাঁদা গেল মাছ ধরতে
ভোঁদা গেল সাথে
সঙ্গে গেল কুকুর বিড়াল
মাছ পাহারা দিতে।
কুকুর বিড়াল দেখে ভোঁদা
গেল ভীষণ রেগে
বলল শেষে এদের কেন
নিয়ে এলি সাথে?
ভোঁদার কথা শুনে হাঁদা
বলল কানে কানে
মাছ পাহারা দেবে বিড়াল
কুকুর দেবে তোকে॥

BANGLADARSHAN.COM

লোভি কুকুর

একটা কুকুর দুপুর বেলা
ঢুকলো রান্না ঘরে
ভাতের হাঁড়ি উলটে দিয়ে
খেল সে পেট ভরে।
খাওয়ার শেষে কুকুর যখন
বেরোলো ঘর হতে
ধরা পরে গেল সে
গিন্নি দিদির চোখে।
গিন্নি দিদি ঘরে ঢুকে
মাথায় দিলেন হাত
অবাক হয়ে দেখেন তিনি
ভাতের হাঁড়ি ফাঁক।
খাওয়ার লোভে আনন্দেতে
এলো সে এক রাতে
ধরা পড়ে মার খেলো সে
নারান দুলের হাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

অলস ছেলে

কেবল ভাবি করবো পড়া
আজটা রাতটা গেলে
পার হয়ে যায় পড়ার সময়
সময় চলে গিয়ে।
মাস চলে যায় দিন চলে যায়
রাতের পরে রাত
বছর শেষে পরীক্ষাটি
গলায় গালায় ফাঁস।
মাগো আমার বিদ্যাদেবী
এসো আমার পাশে
ফাঁকি মাগো দেবো না আমি
এই বছরের শেষে॥

BANGLADARSHAN.COM

পাপী মন

আমার এ পাপী মন
করেছে কিছু গোপন
হিংসার ছবি আঁকে
বসে সারা দিন।
সবসময় জ্বলে মরি
মানুষের পিছু লাগি
উপকার করলে কেহ
অস্বীকার করে মরি।
আমি যা করি নিজে
ভাবি সব ঠিকই আছে
ভুলে ভরা সব কিছু
ভাবি না আগে পিছে।
ভালো কাজ করলে কেহ
সহিতে পারি না
নিজে তবু ভালো কিছু
করতেও জানি না॥

BANGLADARSHAN.COM

রেল গাড়ি

কু-ঝিক-ঝিক রেল গাড়ি ছুটছে
সামনের হেড লাইট জ্বলছে
মাঝে মাঝে সাইরেন দিচ্ছে
পথ ছেড়ে সড়ে যাও বলছে।
কু-ঝিক-ঝিক রেল গাড়ি চলছে
মাঝে মাঝে ব্রেক কষে থামছে
কত লোক উঠছে আর নামছে
হকারেরা হকারি করছে।
ঝালমুড়ি, শশা, লেবু কত কিযে বেচছে
ভিখারিরা ভিক্ষা চাইছে
দয়া-মায়া আছে যার দিচ্ছে
পকেটে পয়সা রয়েছে কারো
তবু তারা নমস্কারে সারছে।
চোখেতে চশমা পড়ে
জামাতে কলম গুঁজে
সিগারেট বাবুরা খাচ্ছে।
হাতেতে এটাচি নিয়ে
পায়ে দামী বুট পড়ে
সাহেবেরা অফিসে যাচ্ছে।
কু-ঝিক-ঝিক রেল গাড়ি ছুটছে
গাছগুলো দূরে সরে যাচ্ছে।
বসে বসে সবকিছু দেখছি আর
মনে মনে কত কিযে ভাবছি
ট্রেনে করে কোথা আমি যাচ্ছি
কোন্ গ্রহে আমি বাস করছি॥

BANGLADARSHAN.COM

জমিদার

ছুটিপুরের দেবেন কুমার
ছিলেন জমিদার
ভীষণ প্রতাপ ছিল তার
ছিল নাম ডাক।
বাঘে হরিণে জল খাওয়াতেন
এক ঘাটেতে ডেকে
ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যেতেন
বন্দুক নিয়ে হাতে।
রাস ভারী তার মেজাজ ছিল
ছিল নায়েব পেয়াদা
এক হাতেতে থাকতো লাঠি
অন্য হাতে হুঁকোটা।
গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ
যেমন ছিল ঝাঁঝালো
কথা বলার ভঙ্গি ছিল
ঠিক তেমনি বাঁকালো।
বিশ মৌজায় জমি ছিল
ছিল হরেক কারবার
ইংরেজদের তরফ থেকে
হয়েছিলেন জমিদার॥

BANGLADARSHAN.COM

শান্তি চাই

সারা বিশ্বের গ্রাম গঞ্জ ও নগরের বুকে
ভরিয়াছে বিষাক্ত বায়ু
উঠিয়াছে ঢাল তলোয়ারের ঝংকার ধ্বনি
তবু আজ তারা রহিয়াছে অন্ধ।
পড়িয়াছিল বোমা যখন নাগাসাকির বুকে
দেখনাই কেহ কি তার করুণ প্রতিচ্ছবি
কত শত, কোটি নরনারী হয়েছিল হত
তবু মানুষের মাঝে দ্বিধা দন্ধ।
হেরে যায় যারা যুদ্ধে তাহারা
হারায় অনেক কিছু
মরণের পরে বেঁচে থাকে যারা
মৃত আত্মারা তাদের টানে পিছু পিছু।
যুদ্ধেতে জয়ী হইয়াছো যারা
আনন্দে তারা হয়ো না আত্মহারা।
বিজয়ী হলেও অপরাধ ভারে
শীর্ণ মস্তক হইবে যে নিচু
যাহারা আজ এ ধরণীতে রহিয়াছো উন্মাদ
আনবিক বোমা ফাটিয়ে করিছো জয়ধ্বনি।
একে একে ডেকে বলি তারে যেও না রনাঙ্গণে
চাহেনা এ খেলা জনসাধারণে।
পৃথিবীর বুকে নামিয়াছে আজ ক্লান্তি
সকলে চায় যে আজ শান্তি।
নব যুগের নব নব শিশুরা খেলুক
শান্তির সাথে বসন্ত সমিরণে॥

BANGLADARSHAN.COM

অনা বৃষ্টি

বৃষ্টি ঝরে টাপুর টুপুর
দিন রাত্রি ধরে
নদী-নালা-খাল-বিল সব
গেল জলে ভরে।
অসময়ের বৃষ্টি এসে
সব ডুবিয়ে দিল
জমির যত ফসল ছিল
ধুয়ে মুছে খেলো।
আনাজপাতি নেই বাজারে
হাহাকারের চিত্র
আলু পিঁয়াজ যদিও আছে
ছানা বড়া নেত্র।
আকাশ ছোঁয়া দাম বেড়েছে
হাত ঠেকালেই সোনা
একশো টাকার করলে বাজার
হাতে যাবে গোনা।
অনাবৃষ্টি চলছে আজি
দিন রাত্রি ধরে
মোদের বাঁচার একটাই রসদ
রয়েছে মাঠের পরে।
সেটাই যদি নষ্ট হয়ে
যায় পচে যায় মাঠে
কেমন করে বাঁচবে চাষী
লাথি মেরে পেটে।
মারতে যদি চাওগো তুমি
উল্টে পাল্টে নাও
এক লহমায় সবার জীবন
স্তব্ধ করে দাও॥

BANGLADARSHAN.COM

ওদের লালসা

অভাবের যন্ত্রণা আমায়
শেষ করে দিল
যেটুকু জমি ছিল
ওরা কেড়ে নিলো।
ওদের অত্যাচারে মোর
জীবন যায় থেমে
আমার মুখের গ্রাস
নেয় কেড়ে কুড়ে।
সম্পদ বাড়াতে ওরা
মারে বুকে ছুরি
ছলে বলে কৌশলে
করে জমি চুরি।
অর্থের পিশাচ ওরা
চকচকে চোখ
লালসায় লাল ঝরে
অতি বড় লোভ
আমার সম্পদটুকু
ওরা কেড়ে নিলো
অভাবের যন্ত্রণা মোরে
শেষ করে দিল॥

BANGLADARSHAN.COM

খাসা জীবন

ফুলের মতন জীবন আমার
পবিত্রতায় প্রাণ
হাসি খুশি থাকি আমি
সদাই সর্বক্ষণ।
জীবন আমার ছোট্ট প্রদীপ
মিটিমিটি জ্বলি
আঁধার ঘরে হাজার বাতির
আলোর খেলা খেলি।
সুখের স্বর্গে থাকি আমি
স্বর্গরাজ্য ঘুরি
মনের সুখে আনন্দেতে
ডানা মেলে উড়ি।
আমার জীবন ছোট্ট জীবন
ছোট্ট পাখির বাঁসা
ছোট্ট পাখির বাসায় আমি
আছি বেজায় খাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥